দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 04 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩
76

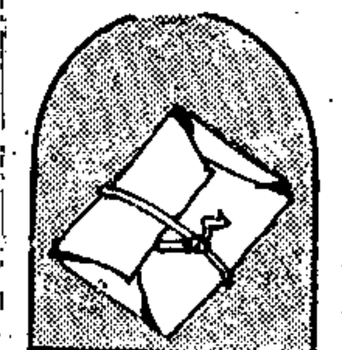

প্রোফাইল

সরকারি সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

রুখসানা আফরোজ

টাঙ্গাইল জেলা শহর থেকে আট কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, টাঙ্গাইল সদর থানার করটিয়ায় সরকারি সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি অবস্থিত। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে। পরগনার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী গ্রামের দরিদ্র জনগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়কার বাংলা ও আসাম প্রদেশে এটিই ছিল মুসলমান জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ।

স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ছিলেন এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালে সা'দত কলেজ ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালে এটি অনার্স কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৭৪-এ চালু হয় মাস্টার্স কোর্স। কলেজটিকে সরকারি করা হয় ১৯৭৯ সালে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে এর উদ্বোধন করা হয় ১৯৮৬ সালে।

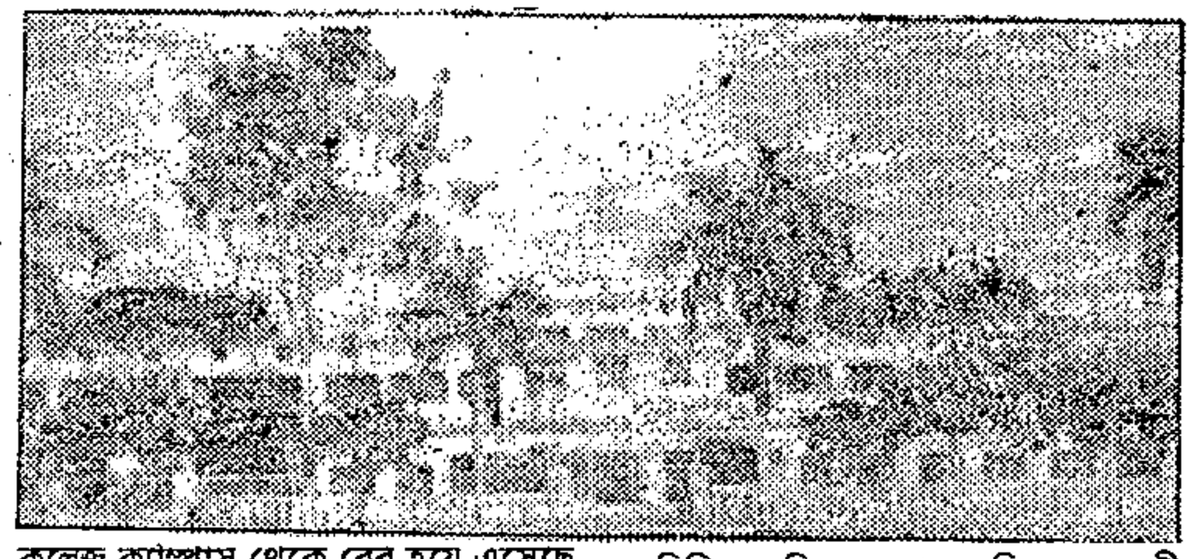

বর্তমানে কলেজটিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী এবং একশ' এগারজন শিক্ষক রয়েছে। নিভৃত পল্লী করটিয়ার আম-কাঁঠাল, সুপারি-সেগুন ও মেহমনির নিবিড় ছায়াঘেরা সবুজ চত্বরে অবস্থিত এই

কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে এসেছে দেশের স্বনামধন্য অনেক ব্যক্তি। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম-আল-দীন, রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত ব্যক্তি শাহজাহান সিরাজ, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, লতিফ সিদ্দিকী এমনি আরও অনেকে।

এ ক্যাম্পাসে সব কিছুর পাশাপাশি আড্ডাও চলে সমানতালে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র স্বপন ও তার বন্ধুরা বেশির ভাগ সময় আড্ডা দেয় কলেজ ক্যান্টন কিংবা পুকুর পাড়ে। তাদের আড্ডার বিষয়বস্তুর আবর্তন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রেম এবং রাজনীতি ঘিরে। লীনা, সোমার আড্ডার প্রিয় সময় হচ্ছে বিকেলবেলা। তখন তারা মেতে উঠে জম্পেশ আড্ডায়। কলেজ ক্যাম্পাসে তাঁদের প্রিয় জায়গা হচ্ছে মহিলা হলের সাইডে লালগেট জায়গাটি। অবশ্য আড্ডার জন্য এই জায়গাটিকে বেছে নেয় কলেজের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা। পাস কোর্সের ছাত্র রুবেল। সে হোস্টেলে থাকে। খুব একটা আড্ডা দেয়া হয় না তার।

কলেজে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধার্থে ছেলেদের জন্য পাঁচটি এবং মেয়েদের জন্য একটি হল রয়েছে। যেখানে সিট সংখ্যা হচ্ছে সাতশ', যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এছাড়া হোস্টেলের ছেলেরা স্থানীয় লোকজনের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়। অবশ্য স্থানীয় লোকজন রাজনৈতিক অঙ্গনেও হস্তক্ষেপ করে পরিবেশ নষ্ট করে থাকে।

কলেজটি এত ঐতিহ্যবাহী হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। এখানে পরীক্ষার জন্য কোন হল রুম নেই। ফলে দেখায় বছরের অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে ক্লাস বন্ধ থাকে। সব ভবন অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার ফলে অনেক শিক্ষার্থীর কাছেই ক্যাম্পাসের অবয়ব ভাল লাগে না। অনার্স, মাস্টার্স থাকা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থাগারের অভাব অনুভব করে ছাত্রছাত্রীরা। সাথে যোগ হয়েছে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য বাসের স্বল্পতা। এত সমস্যার মাঝে থেকেও এ কলেজটি এখন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন এগিয়ে চলছে।